সংবাদ

তারিখ ... 22 JAN 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪ ...

বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া

■ ক্যাম্পাস পরিস্থিতি প্রশাসনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে : ভিসি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ডাক্তার ও ছাত্ররা বিক্ষোভ মিছিল করেছে। এ সময় ডাক্তারদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে তাদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনাও ঘটেছে। ভিসি প্রফেসর ডা. কামরুল হাসান খান বলেন, নার্স এখনও নিয়োগ করা হয়নি। টাকা নেয়ার অভিযোগ সঠিক নয়। ক্যাম্পাস পরিস্থিতি প্রশাসনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। গতকালও রেকর্ড সংখ্যক রোগী হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন।

পুলিশ, গোয়েন্দা ও মেডিকেল ভার্সিটির একাধিক সূত্রে জানা গেছে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে নার্স নিয়োগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত কয়েকদিন ধরে শীর্ষ কর্মকর্তাদের মধ্যে চাপা উত্তেজনা ছিল। সর্বশেষ গত বৃহস্পতিবারে অপ্রীতিকর ঘটনাকে কেন্দ্র করে গতকাল ভার্সিটির বটতলায় মিছিল বের হলে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

এ সম্পর্কে ভিসি প্রফেসর ডা. কামরুল হাসান খান গতকাল সন্ধ্যায় সংবাদকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের হল কমিটি ভেঙে দেয়ার জন্য ছাত্ররা মিছিল বের করেছে। তখন দুই পক্ষের মিছিলকারীরা মুখোমুখি হলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এরপর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে। আর নার্স নিয়োগে টাকা-পয়সা লেনদেনের অভিযোগ সঠিক নয়। চিকিৎসকরা প্রায় ৫ হাজার রোগী দেখেছেন।

মেডিকেল ভার্সিটির বর্তমান অবস্থা নিয়ে শীঘ্রই স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করা হবে। আগামী মঙ্গলবার এই বৈঠক হবে আড়াইটার দিকে তার কার্যালয়ে উপস্থিত সাংবাদিকদের এক প্রেসব্রিফিংয়ে এই সব তথ্য জানান। আর ভিসি ও প্রো-ভিসির দ্বন্দ্ব সঠিক নয় বলে জানান। গতকাল ক্যাম্পাসে মিছিল ও সমাবেশ নিষিদ্ধ করে নোটিশ লাগানো হয়েছে।

এদিকে প্রো-ভিসি প্রফেসর জাকারিয়া স্বপন বলেন, তার ওপর হামলার ঘটনা তিনি রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর দফতরে লিখিত পাঠিয়েছেন। লিখিত অভিযোগে তিনি ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরেছেন বলে জানান। মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল হান্নানের স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়

বঙ্গবন্ধু : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৪

বঙ্গবন্ধু : মেডিকেল

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) কর্তৃক উত্থাপিত অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ভিত্তিহীন এবং ভার্সিটির মর্যাদা হানিকর বলে উল্লেখ করেন। অন্যদিকে গতকাল প্রো-ভিসি শিক্ষা প্রফেসর ডা. জাকারিয়া স্বপন তার এক প্রতিবাদলিপিতে বলেন, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক এবিএম হান্নানের স্বাক্ষরিত প্রতিবাদলিপিতে বস্তুনিষ্ঠ ও সত্য তথ্য উপস্থাপন করা হয়নি।

এ দিকে স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের (স্বাচিপ) মহাসচিব প্রফেসর ডা. এমএ আজিজ বলেন, জাতির পিতার নামে প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে সবাইর দায়িত্বশীল আচরণ করা উচিত। শৃঙ্খলা বিনষ্ট না করে চিকিৎসা ও শিক্ষায় আরও মনোযোগী হলে রোগীরা উপকৃত হবে।